আলমডাঙ্গায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্বামী পলাতক

আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের গলায় টিপে ধরার দাঁগ দেখা গেছে। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট এলে পরিস্কার বলা যাবে এটা হত্যা কি না।

জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।

রূপালীর পিতা রবিউল ইসলাম জানান, গত পরশু আসাদুল মালিহাদে তার বাড়িতে গিয়ে গরুর বিচুলী কেনার জন্য কিছু টাকা দাবি করে আসে। পরদিন তিনি রূপালীর বড় ছেলে হৃদয়কে দিয়ে ২ হাজার টাকা পাঠান। তারপর দিন বৃহস্পতিবার সকালে মেয়ের মৃত্যুর খবর পাই।

তিনি বলেন, আমার মেয়েকে হত্যা করে পালিয়েছে আসাদুল। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবেশীরা জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারনে কলহ ছিল। ঝগড়া-ঝাটিও হত। কিন্ত এই কলহ হত্যা করার মত ছিল না। তারপরও কিভাবে এবং কিসের কারনে রূপালী মারা গেলেন তা আসাদুল ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

প্রতিবেশীরা মনে করেন, আসাদুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই কেবল প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়, প্রকৃত ঘটনা জানতে আসাদুলকে আটকের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে যৌতুকের দাবিতে গৃবধুকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরে যৌতুকের দাবিতে ফাতিমা খাতুন(২৭) নামের এক গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
রবিবার সকাল ৭টার দিকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার তার মৃত্যু হয়। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ গত ১২ তারিখ দিবাগত রাত ৩টার দিকে ফাতিমা খাতুনকে জোরপূর্বক বিষ পান করায় তার স্বামী বকুল হোসেন ও দেবর পল্টু।

নিহত ফাতিমা খাতুন সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের আসাদুল ইসলামের মেয়ে। তার ৮ বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে। নিহতরে লাশ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

নিহতের খালাতো ভাই কামাল হোসেন জানান, প্রায় দশ বছর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের রাইন হোসেন এর ছেলে বকুল হোসেন এর সাথে ফাতিমা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে বিভিন্ন ভাবে চাপ প্রয়োগ করতো ফাতিমার স্বামী বকুল ও তার পরিবারের লোকজন। এর মধ্যে কয়েক দফা বেশ কিছু টাকা বকুলকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি আবারও টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করে বকুল। টাকা দিতে না পারায় গত ১২ জুন ফাতিমাকে বকুল ও তার ভাই পল্টু জোর করে বিষ পান করিয়ে দেয়। পরে তারায় হাসপাতালে নিয়ে এসে আমাদের খবর দেয়। আমরা হাসপাতালে আসার পর তারা পালিয়ে যায়। ফাতিমা যখন বেঁচেছিল তার সাথে আমার কথা হয়েছে। সে বলেছে আমাকে জোর করে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে তার স্বামী ও পরিবারের লোকজন আত্মগোপনে রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার ফাতিমার শুশুরবাড়ির লোকজন

যৌতুকের জন্য চাপ দিয়েছে। এ জন্য ফাতিমা তার বাপের বাড়ি সুবিদপুর চলে আসে। কিন্তু পরে তার শুশুর বাড়ির লোকজন ফুঁসলিয়ে আবার নিয়ে যায়।
নিহতের চাচাতো ভাই রানা বলেন, আমার বোনকে যৌতুকের দাবিতে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। তার গায়ে একটি পোড়ার দাগও আছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফাতিমা খাতুন মারা গেছেন। যখন তাকে ভর্তি করা হয় তখন বিষপান করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন বলে পরিবার থেকে বলা হয়েছিল।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, আমরা লাশটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে আসল ঘটনা জানা যাবে। তবে আমাদের প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে ঘটনাটি আত্মহত্যা।

গাংনীর পূর্বমালসাদহ গ্রামে গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যা: স্বামী আহত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার পূর্বমালসাদহ গ্রামে চম্পা খাতুন
(২০) নামের এক গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দৃর্বৃত্তরা। এসময় তার স্বামী জুয়েল রানাকেও (৩০) কুপিয়ে আহত করা হয়েছে।

এক পুত্র সন্তানের জননী নিহত চম্পা পূর্বমালসাদহ গ্রামের ইটভাটা শ্রমিক জুয়েল রানার স্ত্রী।

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যেরাতে নিজ বাড়িতে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যেরাতে জুয়েল রানার বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ পেয়ে প্রতিবেশীরা দৌড়ি এগিয়ে গিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় চম্পার লাশ পড়ে থাকতে দেখে । এসময় বাড়ির অদূরে স্বামী জুয়েলকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে তাকে গাংনী উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

আহত জুয়েল রানা জানান, রাতে আমার স্ত্রী বাথরুমে যেতে চাইলে আমরা স্বামী-স্ত্রী ঘরের বাইরে যায়। ওত পেতে থাকা একদল সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর হামলা করে ও তাৎক্ষনিকভাবে চাঁদার দাবি করে। চাঁদার দাবি পূরণ না করায় তারা স্ত্রীকে শ্বাসরোধে ও কুপিয়ে হত্যা করে। আমি ঠেকাতে গেলে,সন্ত্রাসী আমাকে কুপিয়ে আহত করে। এসময় প্রাণ বাঁচাতে আমি চিৎকার করলে,প্রতিবেশীরা এসে উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার লাশের ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হবে। কে বা কাহারা হত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

মুজিবনগরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর বাজারের নিজ গোডাউন থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সুবল চন্দ্র (৬২) নামের এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সুভাশ চন্দ্রের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সুভাশ মহাজনপুর গ্রামের বুদু কুরির ছেলে। তিনিং মহাজনপুর বাজারের সার,সিমেন্ট ও গ্যাস ব্যবসা করতেন।

স্থানীয়রা জানান,সুবল চন্দ্রের মহাজনপুর বাজারের উপর দোতলা বাড়ি আছে, তিনি নিচ তলায় সারের গোডাউন এবং দোকান দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন এবং দিত্বীয় তালায় তিনি ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এককি বসবাস করতেন। নিহত সুবল চন্দ্রের ৬ মেয়ে। সবার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনি ও তার স্ত্রী একাকি বসবাস করতেন।

প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার তিনি নিজ সারের দোকানে বসে ছিলেন আনুমানিক রাত সাড়ে ৮ টা থেকে ৯ টার দিকে সুবল চন্দ্রের স্ত্রী তাকে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতে নিচে নেমে দেখেন যে সুবল চন্দ্রের হাত পা বাঁধা অবস্হায়। মুখে ও বুকের উপর দুই বস্তা সার ও পায়ের উপর গ্যাসের একটি সিলিন্ডার দিয়ে চাপা দেওয়া আছে।

এ সময় তাঁর স্ত্রীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে মৃত

অবস্হায় উদ্ধার করে। খবর পেয়ে কমরপুর আইসি ক্যাম্প ও মুজিবনগর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে আসেন এবং লাশ উদ্ধার করে হেফাযতে নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান, খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় এবং লাশ উদ্ধার করি। প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে যে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। কয়েকটি মোটিভ নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর হত্যা সঠিক কারণ জানা যাবে এবং যত দ্রূত সম্ভব তদন্তের মাধ্যমে হত্যার কারণ ও দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

মেপ্র/ইএম

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হ*ত্যা, মাকে জখম

কুষ্টিয়ায় মাদক কেনার টাকা দিতে অস্বীকার করায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে গলা কেটে হ*ত্যা করেছে মাদকাসক্ত এক যুবক। এ সময় নিজ মাকেও তিনি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছেন বলে জানা গেছে।
বুধবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার হরিনারায়ণপুরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানা যায়, হরিনারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার করিম বিশ্বাসের ছেলে আওয়াল মাদকের টাকার জন্য অস্বাভাবিক আচরণ করে আসছিলেন।
বুধবার সকালের দিকে মাদকের টাকার জন্য বাবা-মা ও স্ত্রীর সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করেন তিনি। টাকা দিতে অস্বকৃতি জানালে আউয়াল ঘর থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্ত্রী ও মাকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। এতে স্ত্রী জাহানারা ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত মাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ মাদকাসক্ত আউয়ালকে আটক করেছে।
ইবি থানার ওসি জাহাঙ্গীর আরিফ জানান, মাদকের টাকার জন্যই এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আউয়ালকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে।

মুজিবনগরে গৃহবধুকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামে সালমা (২০) নামের এক পুত্রবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার রাত দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয় ।
সালমা কোলা গ্রামের মোঃ শফিকুল ইসলামের মেয়ে ।

মুজিবনগর সোনাপুর নিজ বাড়িতে পুত্রবধূর লাশ রয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ।

শ্বশুর মোঃ হেকমত আলী একজন কৃষক ও শাশুড়ি মোছা: আরোবি খাতুন। স্বামী হিরন বলেন আমার স্ত্রী বাচ্চা না হওয়ার কারণে বাবা,মা সমস্যা করতো। আমার বাবা-মা বলতো তোর বউ একটা খারাপ মেয়ে এর কখনো বাচ্চা হবে না ।

আমি একজন দিন মজুর বেকারিতে কাজ করি। বাড়িতে আমার স্ত্রী একা থাকে তখন আমরা আমার বাবা-মা আমার স্ত্রী ওপর অত্যাচার করে।

গতরাতে আমি কাজ থেকে বাড়ি ফিরে রাত দশটার সময় দেখি আমার স্ত্রী সালমা লাশ গলায় ওড়না পেচিয়ে ঝুলছে।
আমি বাবা,মা কে জিজ্ঞেস করলে তারা কোন কিছু উত্তর করেনি বলে আমরা কিছু জানি না।

এস আই পলাশ কুমার রায় বলেন তদন্ত ফলাফল হাত না পাওয়া পযন্ত কিছু বলা যাচ্ছেনা।

এলাকা বাসীর কাছ থেকে আর জানা যাই শ্বশুর হেকমত আলী পুএবধূকে কু প্রস্তাব দেওয়া রাজি না হওয়ায় তাকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ গ্রাম বাসীর।শ্বশুর হেকমত আলী ও শাশুরি আরবি খাতুন পালাতক বলে জানা যায়।

আমার বিয়ে বয়স ২ বছর। গত ৭/৮ মাস থেকে আমার বাবা মা আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতো বাচ্চা না হওয়ার কারনে।

মেপ্র/একেপি

আরো পড়ুন: বাসরের ফুল কিনতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল হবু বরের

মেহেরপুরে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর থেকে তহমিনা খাতুন (৪০) নামের এক গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। তহমিনা খাতুন একই গ্রামের গোলাম হোসেনের স্ত্রী। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা জানান, স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কি কারণে বা কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
নিহতের স্বজনরা জানান, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিবেশি আবু তাহের , জমিরুল সহ কয়েকজন মিলে শারিরীক নির্যতাাতন করে হত্যা করেছ্তে। এ ঘটনার পর থেকে তাহের ও জমিরুল পলাতক থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

– নিজস্ব প্রতিনিধি